Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

মুসলমান আগমনের প্রাক-কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কর।

গুপ্তোত্তর পর্বে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে সাময়িকভাবে সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও সেটা ছিল সাময়িক ঘটনা। হর্ষবর্ধনের পরবর্তী সময়ে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। আবার ছোট ছোট সামন্তরা নিজেদের স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলে বিরোধ। ভারতের এই পাস্পরিক বিরোধ অনৈক্যের ছবিকে তুলে ধরে। এখানে ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। যার ফলে বাইরের আক্রমণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত সপ্তম শতক থেকে ইসলাম শাসনের পূর্ব্ব পর্যন্ত ভারতের শাসন ব্যবস্থা কেমনভাবে খন্ড খন্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই যে ছবি কথা এখানে আলোচনা করা হল।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের শাসক হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়। সাময়িকভাবে যশোবর্মন এই সমস্যার সমাধান করলেও পতনের সূচনা হয় এইসময় থেকেই। কনৌজ কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। বহিঃ আক্রমন শুরু হয়ে যায়। কনৌজ অধিকার করে গুর্জর প্রতিহার শাসক মহেন্দ্রপাল, তবে গজনীর সুলতান মামুদ কনৌজের সীমান্তে এলে, প্রতিহার রাজা মামুদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এইভাবে ১০৯০ খ্রী: মধ্যে কনৌজের স্বাধীন সত্তার অবসান ঘটে। মামুদ ফিরে গেলে এখানে শুরু হয় গাহড়বাল বংশীয় রাজপুতদের শাসন।

ভারতের অন্যতম রাজ্য ছিল কাশ্মীর। কাশ্মীরের উত্থান হয় খ্রী: সপ্তম শতকে। নবম শতকে কার্কোতবংশের পতন ঘটিয়ে উৎপল বংশীয়রা শাসন শুরু করে (৮৫৫ খ্রী:)। তবে ৯০২ খ্রী: শংকরবর্মনের মৃত্যুর পর, স্থানীয় মুসলমানরা কাশ্মীরের শাসন দখল করে নেয় (১০৩৯ খ্রী:)। এইসময় থেকে কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়।

এদিকে প্রতিহার রাজ্য দূর্বল হয়ে পড়লে, এই রাজ্যের উপর ছোট ছোট রাজপুতদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। দক্ষিণ রাজস্থানের প্রতিহার, কাথিয়াবাড়ে সোলাংকি, মালবে পারমারদেব ও দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে চৌহানরা শাসক হিসাবে আবির্ভূত হয়। তবে সোলাংকি রাজ কর্ণ, সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর কাছে পরাজিত হলে গুজরাট মুসলমানদের হাতে চলে যায়। আর চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘুরীর কাছে দ্বিতীয় তরাইন (১১৯২ খ্রী:)এর যুদ্ধে পরাজিত হলে চৌহান বংশীয়দের স্বাধীন সত্ত্বা, সায়ত্ত্ব শাসন হারিয়ে যায়।

এই সময়ে পূর্ব ভারতে কামরূপ বা অসমে একটি স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কামরূপ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং কামরূপ হয়ে ওঠে তিব্বত ও চীনের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেন ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার। অন্যতিকে উত্তর ভারত ও আফগানিস্থান অঞ্চলে গড়ে ওঠে হিন্দুশাহী বংশ। এই বংশের রাজা জয়পালই প্রথম মামুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ব্যর্থ হন। এই অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে চলে যায়।

হর্যবর্ধনের সমকালীন ছিলেন গৌড় রাজ শশাঙ্ক। এই দুই নৃপতি মৃত্যুর পর বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় [আনুমানিক ২৫০খ্রি:]। ধর্মপাল ও দেবপাল-এর সময়ে সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে পাল সাম্রাজ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল। তবে দশম শতকের মধ্যে পাল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাল সাম্রজ্যের ওপর গড়ে ওঠে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য । যেমন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কম্বোজ। ঢাকা-ফরিদপুরের চন্দ্র ও ত্রিপুরার লৌহচন্দ্র প্রমুখ রাজবংশ। ১১৫২ খ্রী: বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। পাল শাসনের অবসান হলে সেন শাসনের সূত্রপাত ঘটে বাংলার সিংহাসনে। আর সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেন এর আমলে বাংলায় তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খলজী আক্রমন করেন। আর বাংলাদেশ দখল করে মুসলমান শাসনের সূচনা হয় আনুমানিক ১২০২ খ্রীস্টাব্দে।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের দূর্বলতার কারণে রাজ্যগুলি পারস্পরিক আক্রমন ও প্রতি-আক্রমন করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠার চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেন – " উর্বর বৃহৎ সমভূমির অভাবে সেখানে কোন কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। স্থানীয় সংগঠনকে ভিত্তি করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা দক্ষিণ-ভারতে প্রথম থেকেই নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করা যায়"। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির কেন্দ্র ছিল বেঙ্গী (অন্ধ্র অঞ্চল)। এছাড়া ছিল বাতাপীর চালুক্যবংশ, কাঞ্চীপুরমের পল্লববংশ ও মাদুরার পান্ড্যবংশ। পারস্পরিক বিরোধের ফলে বহিঃ শত্রুর আগমন ছিল অনেক সহজ। দেশীয় রাজাদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে নেয়।

রাজনৈতিক বিছিন্নতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, জাতীয় চেতনার অভাব ও সেকেলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী রাষ্ট্রের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাঙ্গনের সুযোগে মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা একে একে ভারত বিজয়ের (লুণ্ঠনের) জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে আরবীয়গণ পরে মামুদ গজনী এবং সর্বশেষে মহম্মদ ঘুরী। মুসলমানদের কাছে এই বিধর্মী দেশে সম্পদ লুঠ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সুলতানি আমলের প্রাক-পর্বে দেশীয় রাজাদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতে বিদেশী আক্রমণকে অনিবার্য করে তুলেছিল।